20 mark Gp A
QB-6

Q-6, GrA, T-1

6) Discuss the pattern of classification of towns and cities in terms of their size and functions in post Independent India.

→ নগরের প্রকারভেদ সম্পর্কে সমাজতত্ত্বে বহু মতবাদ রয়েছে। কেউ কেউ জাতীয় উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে নগরের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন আবার কেউ কেউ বিভিন্ন উপাদানকে সামনে রেখে নগরের শ্রেণীভেদের পর্যালোচনা করেছেন। এর মধ্যে সরল প্রকারভেদ আয়তন ভিত্তিক প্রকারভেদ,

1) <u>আয়তন ও জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নগরের শ্রেণীবিন্যাস</u>

ভারতবর্ষে আদমসুমারী জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে নগরের শ্রেণী বিভাগ করেছে। এই শ্রেণীবিন্যাসে যেখানে নগরের আয়তনটিও গুরুত্ব পেয়েছে। আদমসুমারী তিন ধরনের নগরের কথা বলেছে।

ক. <u>Metropolitan area</u>:-
মহানগর অঞ্চল বৃহৎ আকারের হয়। এখানে দশ লক্ষ বা তার বেশী লোক বসবাস করে।

খ. <u>City</u>:- এই ধরনের নগরে এক লক্ষ বা তার বেশী কিন্তু দশলক্ষের কম বাস করে। এই নগরগুলো মাঝারি আকৃতির হয়। এই শ্রেণীর অঞ্চল প্রথম শ্রেণী বা class নগরের অন্তর্ভুক্ত।

গ. <u>Town</u>:- যে সমস্ত অঞ্চলে এক লক্ষের কম অধিবাসী বসবাস করে এবং পৌর সুবিধা রয়েছে, তাকে শহর বা town বলে. এই শ্রেণীর শহরগুলো ছোট আকৃতির হয়।

Scanned with CamScanner

থেকে পঞ্চম শহর

জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় এবং

উল্লেখ করা   করা হয়েছে।

শহরের শ্রেণীবিভাগ	জনসংখ্যা
দ্বিতীয় শ্রেণীর শহর	50,000 - 99,999
৩য় " "	20,000 - 49,999
৪র্থ " "	10,000 - 19,999
৫ম " "	5,000 - 9,999

② Classification of towns and cities on the basis of functions.

A) শিল্পনগর :— স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে ব্যাপক শিল্পায়ন হয়। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ বিভিন্ন শিল্পনগরের প্রসার ঘটে। শিল্প সব নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

ক. ইস্পাত নগর :— ভিলাই নগর, রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর প্রভৃতি।

খ. তৈল শোধনাগার নগর — হলদিয়া, মথুরা, বারাউনি প্রভৃতি।

গ. তাপবিদ্যুৎ ভিত্তিক নগর — নামরূপ, মির্জাপুর, সিন্ধ্রি প্রভৃতি।

ঘ. বন্দর নগর — কোচিন, পারাদ্বীপ, কান্ডলা,

ঙ. অ্যালুমিনিয়াম নগর — কোরবা এবং রত্নগিরি,

Scanned with CamScanner

3) Functional classification by Asok Mitra

ভারতবর্ষের প্রাক্তন Register general of census Sri Asok mitra শিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন কার্যের ভিত্তিতে নগরকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন

ক) Manufacturing town :— খনি, বাগিচা, মৎস্য শিকার, পশুপালন, নির্মাণশিল্প এবং গৃহস্থালী ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর কার্যে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকেরা এই ধরনের শহরে বাস করে। এই ধরনের শহর আবার দুই ভাগে বিভক্ত।—

i) mining and quarrying, livestock, forestry, fishing and plantation town.

ii) Artisan town.

উৎপাদন নগরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সুরাট, জামশেদপুর, ডালমিয়ানগর, লুধিয়ানা প্রভৃতি,

খ) Trade and transport town :— ব্যবসা বাণিজ্য ও পরিবহণ শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের এই শ্রেণীর নগরে প্রাধান্য থাকে। এবং এরা এখানে অধিক সংখ্যায় বসবাস করে।

বাণিজ্য নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া, পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি, ও বিহারের শহর।

গ) Service town :— পরিষেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের প্রাধান্য এই ধরনের নগরে দেখা যায়, পরিষেবা মূলক নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চণ্ডীগড়, দেরাদুন, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

c) **পর্যটন নগর** :— পর্যটন নগর শিল্প ও নগর বিকাশের স্বার্থে যুক্ত বিভিন্ন কাজকর্মকে কেন্দ্র করে পর্যটন নগর গড়ে ওঠে। পর্যটন নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - শিমলা, দার্জিলিং, উটি প্রভৃতি।

d) **ধর্মীয় নগর** :— তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় নগর গড়ে ওঠে। এখানে বিভিন্ন লোক ধর্মীয় কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকে। ধর্মীয় নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বারানসী, হরিদ্বার, অযোধ্যা প্রভৃতি।

e) **রাজধানী নগর** :— রাজধানী নগর থেকে প্রশাসনিক কার্য পরিচালিত হয়। তাছাড়া এই শ্রেণীর নগর গুলো আরও অন্যান্য কাজেও পারদর্শী।

রাজধানী নগরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— কলকাতা, দিল্লী, চেন্নাই, মুম্বাই, প্যারিস, লন্ডন ইত্যাদি

f) **ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য** :— শ্রেণীবিভাগকে অনুসরণ করে কাজের ভিত্তিতে ভারতীয় শহর ও নগরকে সাতটি ভাগে ভাগ করেছেন।

(ক) **প্রাথমিক উৎপাদন কেন্দ্র** :— প্রাথমিক উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে ভট্টাচার্য তিনপ্রকারের শহরের কথা বলেছেন, এগুলো হল :-

a. মৎস্যশিকার — এরনাকুলাম, কুইলন,
b. খনিখনন — ঝরিয়া, ডিশেরগড়,
c. তৈলখনন — ডিগবয়, নাহারকাটিয়া

Scanned with CamScanner

খ) শিল্পকেন্দ্র :- শিল্পকে কেন্দ্র করে এই ধরনের শহরগুলো গড়ে ওঠে। শিল্প শহরগুলো তিন ভাগে বিভক্ত।

i) বৃহৎ শিল্প — জামসেদপুর, দুর্গাপুর

ii) মাঝারি শিল্প — কিটাগড়, জামপাড়া,

iii) ক্ষুদ্রশিল্প — লক্ষ্ণৌ - বারানসী।

গ) বানিজ্যকেন্দ্র :- প্রায় সমস্ত শহর ও ছোট নগর এর অন্তর্ভুক্ত

ঘ) পরিবহনকেন্দ্র :- পণ্য পরিবহনকে কেন্দ্র করে এই ধরনের কেন্দ্রগুলো গড়ে ওঠে। এধরনের নগরে দুধরণের ভাগ দেখা যায়,

i) বন্দর - কলকাতা মুম্বাই।

ii) অন্তর্দেশীয় - আসানসোল।

ঙ) অর্থনৈতিক সেবাকেন্দ্র :- অর্থনৈতিক সেবাকেন্দ্র আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

i) আর্থিক সেবা — কোলকাতা, মুম্বাই,

ii) বিমাসেবা - কোলকাতা, মুম্বাই,

iii) বহুবিধ সেবা - যেমন বাজার গবেষণা, বিজ্ঞাপনের কাজ, হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি কেন্দ্রের কথা বলাযায়।

২) রাজনৈতিক কেন্দ্র :- রাজনৈতিক কেন্দ্রকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

i) আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কেন্দ্র - নয়াদিল্লী,

ii) জাতীয় রাজনৈতিক কেন্দ্র - কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী সমূহ।

Scanned with CamScanner

iii) আঞ্চলিক রাজনৈতিক কেন্দ্র – প্রাদেশিক রাজধানী সমূহ

iv) প্রশাসনিক নগর – ভারতের জেলা শহর

এই ধরনের কেন্দ্রগুলোকে রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

③ **সাংস্কৃতিক কেন্দ্র**:— সাংস্কৃতিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে এই ধরনের নগরগুলো গড়ে ওঠে। সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়,

ক) **ধর্মীয় কেন্দ্র**:– ধর্মীয় কেন্দ্র আবার তিনভাগে বিভক্ত নগুলো হল,

i) ধর্মীয়- সরকারি কেন্দ্র।

ii) তীর্থকেন্দ্র – বারানসী, অযোধ্যা, অমৃতসর,

iii) স্মারককেন্দ্র – মথুরা, বৃন্দাবন,

খ) **ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র**:— ধর্মনিরপেক্ষ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আবার চারভাগে বিভক্ত, নগুলো হল–

i) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র – কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লী

ii) অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র – কলকাতা, মুম্বাই

iii) জাদুঘর কেন্দ্র – নালন্দা, রাজগীর,

iv) প্রাচীন স্মৃতিকেন্দ্র – মহাবলী-পুরম,

④ **বিনোদনমূলক কেন্দ্র**:— বিনোদনমূলক আবার দুধরনের হয়।

i) আরোগ্যকেন্দ্র – পুরী, গোপাল পুর,

ii) অবসর বিনোদন কেন্দ্র – প্রায় সমস্ত শৈলশহর এই নম্বরের অন্তর্ভুক্ত

Scanned with CamScanner

(5) <u>আবাসন নগর</u> :- আবাসন নগর আবার দুধরনের হয়।

i) আবাসিক শহরগুলি - কলকাতা, দমদম, ব্যারাকপুর,

ii) পুনর্বাসন বিনোদন কেন্দ্র, [illegible]

(6) <u>প্রতীকমূলক নগর</u> — এই ধরনের পৌর বসতি বা নগর বিশেষ কোন মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, পন্ডিচেরি এই ধরনের প্রতীক মূলক কেন্দ্র।

(7) <u>বহুবিধক্রিয়াকলাপ নগর</u> — বৈশিষ্ট্যহীন অসংখ্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের আনুষঙ্গিক পৌর বসতি যেমন — পাটনা।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে নগরের আয়তন ভিত্তিক ও কার্যভিত্তিক শ্রেণী বিভাগের পরিচয় পাওয়া যায়, এই ধরনের প্রাচীন কাল থেকে এই বিভাজন করা যায়। বর্তমান সময়েও নগরের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবন করার জন্য এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। V.V.I

What is joint family? Discuss the important feature of Indian joint family?

→ ভারতবর্ষ প্রধানত গ্রাম প্রধান দেশ। ভারতবর্ষে আবহমান কাল থেকে যে ধরনের পরিবার প্রচলিত আছে। তাকে বহু; কৃষির দিক থেকে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার বলে। আজবর্ষের দিক থেকে একে ধর্মীয় সম্পূর্ণ সমাজের সংস্থায় বলা হয়। কারণ — খাওয়া, পড়া, শিক্ষা, লেখাপড়া প্রভৃতির ব্যবস্থা এখানে করা হয়।

সাধারণত একত্রে বসবাসকারী সেই সব ব্যক্তিদের যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। যারা একই ছাদের তলায় বসবাস করে। একই রান্না ঘরে তৈরি খাবার এবং যৌথভাবে সম্পত্তি ভোগ করে এবং উত্তরাধিকার পরস্পরের রক্তের সম্পর্কের আবদ্ধ।

I. P. Desiy বলেন, "We call that house hold a joint family which has greater jenerat ion depth than the nucaleare family and the members of which are related to one anther by property, Income and mutual right and obligations"

যৌথ পরিবারের সদস্য কারা এই বিষয়টি তিনটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। যেমন :→

(i) যৌথ পরিবারের সদস্যদের আত্মীয়তা ধরন :→ পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে যৌথ পরিবার সাধারণত গঠিত হয়। পরিবারের সদস্যদের বংশগত [Lineal] অথবা সমগামী [Collateral] সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং এই ধরনের যৌথ পরিবার আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ একাধিক বিবাহিত দম্পতির দ্বারা গঠিত হয়।

আবার মাতৃ পরিবারী যৌথ পরিবার গঠিত হয়। মাতা তার কন্যা এবং কন্যার বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত কন্যার দ্বারা। স্বামী স্ত্রীর পরিবারে বাস করে।

(i) আত্মীয়তা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আবার কিছু উপরি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। কোলেন্ডার মতে এই উপবিভাগ হল→

(ক) সমগামী যৌথ পরিবার,

(খ) সম্পূরক সমগামী যৌথ পরিবার।

(গ) বংশগত যৌথ পরিবার,

(ঘ) সম্পূরক বংশ গত যৌথ পরিবার।

(ii) যৌথ পরিবারের - এর প্রজন্মের সংখ্যা :→ দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবারের প্রজন্মের যৌথ পরিবার নির্ণয় করা যায়।

দেশাই ও অন্য বলেন যে, কোন পরিবার-এর অন্তত তিন প্রজন্মের সব পরিবারে এক সাথে বসবাস করলে তাকে যৌথ পরিবার বলা যেতে পারে।

Scanned with CamScanner

(iii) সম্পত্তির উত্তরাধিকারের: → সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ধরনের ভিত্তিতে যৌথ পরিবারের ব্যাখ্যা করা হলো।

সেন্ট বলেন, যৌথ পরিবার হল সেই ধরনের সংস্থা যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক সম্পত্তির সম অধিকারী, স্ত্রী ও নাবালক সন্তানেরা তাদের উপর নির্ভরশীল।

যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য: → উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। যৌথ পরিবারের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হল।

(i) **যৌথ বাসস্থান:** → যৌথ বাসস্থান যৌথ পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যৌথ বাসস্থান যৌথ পরিবারের গঠনে প্রাথমিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। সদস্যরা সকলে মিলে একই ছাদের তলায় বসবাস করে।

(ii) **বৃহৎ আয়তন:** → যৌথ পরিবার বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট হয়। আয়তনের বিশালতা এই ধরনের পরিবার ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, এখানে একসাথে অনেক লোক বাস করে।

(iii) **একত্রে ভোজন:** → যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল যে পরিবারের সদস্যরা একই পাকশালে রন্ধন করা খাদ্য গ্রহণ করে এবং সাধারণত এক সাথে ভোজন করে।

(iv) **সম্পত্তির যৌথ পরিবার:** → কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ মনে করেন সম্পত্তির মালিকানা যৌথ পরিবারের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন ভোগ প্রভৃতি যৌথ ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

(v) **সহযোগিতা সহানুভূতি:** → I. P. দেশাই বর্ণনীয়া প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ যৌথ পরিবার গঠনে সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সহযোগিতা ও সহানুভূতি আত্মীয়দের প্রতি সহমর্মিতা বোধ ও দায়িত্ব বোধ গ্রহণ করে, যৌথ পরিবারের সদস্যরা একত্রে বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। এবং পরস্পরের প্রয়োজনে সহযোগিতা করে।

(vi) **ধর্মীয় ও প্রথাগত বন্ধন:** → যৌথ পরিবার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও প্রথাগত আচার আচরণ ব্যবস্থার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। পারিবারিক সদস্যদের এক সূত্রে বাঁধে। বিবাহ বা উপনয়ন, পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে সম্পন্ন বলে মনে করা হয়।

(vii) **সম অধিকার ও দায়িত্ব:** → যৌথ পরিবারের সদস্যরা পারস্পরিক বিচারে সম অধিকার এবং সমান দায়িত্ব যুক্ত হয়। তবে সাধারণত পরিবারের কর্তারা হাতে বিশেষ কিছু অধিকার বর্তমান থাকে।

Scanned with CamScanner

(viii) **সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তি :→** যৌথ পরিবারের আয় এক সাথে ব্যবহার করার জন্য পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

(ix) **সাংস্কৃতিক জীবনের স্থায়িত্ব :→** যৌথ পরিবারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা। ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন ধারাকে যৌথ পরিবার অব্যাহত রাখে। ফলে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত থাকে।

উপসংহার :→ উপরোক্ত আলোচনা থেকে যৌথ পরিবার গঠন ও বৈশিষ্ট্য এর পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরনের পরিবার ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিককালে যৌথ পরিবারের —

Q) what do you mean by land forms. Discuss the ~~end~~ aim and objectives of land reforms.

→

তিনি আরো বলেন যে ভূমিসংস্কার হল কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন।

এই পরিবর্তন কৃষি সম্পর্কের সাথে সম্পৃক্ত এবং মালিকের বা খেতের আয়তনের সাথে সংশ্লিষ্ট, এই পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন সম্পর্ক প্রকৃত চাষীর অনুকূলে আসে এবং কৃষি খামারের আয়তন এমন ভাবে রাখা হয় যাতে তা লাভ জনক হয়ে ওঠে।

ভূমিসংস্কারের সাথে তিনধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের প্রশ্ন জড়িত, এই তিন ধরনের পরিবর্তন হল →

(ক) জমিমালিকানা স্বত্বের পরিবর্তন ,

(খ) প্রজা স্বত্বের পরিবর্তন ,

(গ) জোতের আয়তনের পরিবর্তন ,

সুতরাং ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে কৃষি সম্পর্কের উন্নতি এবং জোতের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

(ক) ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য :→ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সরকার ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করে, ভূমি সংস্কারের যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তার নানা বিধ লক্ষ্য রয়েছে। এর লক্ষ্য গুলো হল —

(i) সামন্ত তান্ত্রিক শোষণের অবসান :→ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে সামন্ত তান্ত্রিক শোষণ মূলক সম্পর্কের অবসান ঘটানো। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে অবস্থানকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধন করা।

(ii) উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি :→ ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রকৃত চাষীকে উৎসাহিত করা। এই জন্য প্রকৃত চাষীকে জমিমালিকানা স্বত্বের ব্যবস্থা করা

Scanned with CamScanner

(iii) সম্পদ বৈষম্যের মাধ্যমে বৈষম্য হ্রাস :→ আমাদের দেশে ভূমিসংস্কারের পূর্বে আয় ও সম্পদে বৈষম্য পরিলক্ষিত হত। কিন্তু ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস করা হয়।

(iv) সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা :→ ভূমি সংস্কারের অন্যতম লক্ষ্য হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

(v) পরিকল্পিত উন্নয়ন অর্জন :→ মুক্ত অর্থনীতিতে কৃষি ব্যবস্থার দ্বারা পরিকল্পিত উন্নয়নে গতিবেগ অব্যাহত করা। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে পরিকল্পনার কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা লাভ করার ব্যবস্থা করা।

(vi) জমির সাথে চাষির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা :→ ভূমি সংস্কার ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে এক পরিবর্তিত বাতাবরণ সৃষ্টি করা, যাতে কৃষক উৎসাহ বোধ করে। সেইসাথে চাষির সাথে জমির এক আত্মিক যোগাযোগ গড়ে তোলা।

(vii) ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য :→ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের ভূমি সংস্কার প্রকৃতভাবে জোরদার করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভূমিসংস্কার কর্মসূচির যে উদ্দেশ্য গুলি লক্ষ্য করা যায় তা হল —

(i) সাম্য প্রতিষ্ঠা :→ কৃষি জমি বণ্টনের মাধ্যমে, কৃষিক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলা।

(ii) বিভিন্ন আইন প্রণয়ন :→ ভূমি সংস্কার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা হয়। এই সমস্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রকৃত চাষীকে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়।

(iii) মালিকানা স্বত্ব প্রদান :→ ভূমিসংস্কার কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য হল, প্রকৃত চাষী জমির মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা।

(iv) অতিরিক্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা :→ ভূমিসংস্কার কর্মসূচির আর একটি উদ্দেশ্য হল জমির ঊর্ধ্বসীমার ব্যবস্থা করে, অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

(v) প্রজাস্বত্ব আইন প্রণয়ন :→ জমির ঊর্ধ্বতম সীমার পরিপ্রেক্ষিতে প্রজা স্বত্বকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান। সেইসাথে জমির ঊর্ধ্বসীমা ও প্রজা স্বত্বের মধ্যে সার্বিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

Scanned with CamScanner

(vi) **শোষণ মূলক সম্পর্কের অবসান:**→ ভূমি সংস্কার কর্মসূচীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল, কৃষিতে সবরকম শোষণ মূলক সম্পর্ক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অন্যায় অবসান ঘটানো।

(vii) **উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা দূর করা:**→ উত্তরাধিকারের সূত্রে প্রাপ্ত অতীতের কৃষিকাঠামোয় কৃষকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির পথে যে সব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করার ব্যবস্থা করা।

(viii) **প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনা:**→ ভূমি সংস্কারের কর্মসূচীর অপর উদ্দেশ্য হল উন্নত কৃষি ব্যবস্থার উপযোগী প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনা যায়।

মন্তব্য:→ উপরোক্ত আলোচনা থেকে ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। এবং কৃষিতে সাম্য ও ন্যায় বিচারের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

What do you mean by Jajmani system? Identify its important features and functions.

→ যজমানী ব্যবস্থা ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবস্থা প্রাক ব্রিটিশ গ্রামীণ অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। প্রাচীন সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট পরিবার গুলোর মধ্যে রীতি বা পেশা ভিত্তিক সেবা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় হত। তাদের বিনিময়ে শস্য, বস্ত্র, অন্নখাদ্য, ইত্যাদির মাধ্যমে পাওনা মেটানো হতো। পরিবারগত যারা সেবা গ্রহণ করতো তাদের বলা হত 'Jajman' এবং যারা সেবা প্রদান করত তাদের বলা হত 'Kamin'

যজমানী সম্পর্ক ছিল "পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক সম্পর্ক" 'Patron-client-Relation' প্রাচীন সমাজে বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবার গুলো আন্তঃসম্পর্ক পৃষ্ঠপোষক এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে উঁচু নিচু সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৃষ্ঠপোষক পরিবার গুলো সাধারণত "উচ্চ জাতিভুক্ত এবং সেবা প্রদানকারী পরিবার গুলোকে অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত 'Kamin' বলে মনে করা হত।

অধ্যাপক নিটেঙ্গার বলেন 'under this system each cast group with in a village is expected to give certain standarise services to families of other castes.'

jajmani প্রথার বৈশিষ্ট্য :→

যজমানী ব্যবস্থার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ব্যবস্থার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হল-

(i) স্থায়ী সম্পর্ক :→ যজমানী ব্যবস্থায় যজমান ও কামিনের মধ্যে যে সম্পর্ক তা অনেকটা স্থায়ী প্রকৃতির। যজমানী ব্যবস্থায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

(ii) স্বয়ং সম্পূর্ণতা :→ যজমানী ব্যবস্থা ও যজমানী সম্পর্কের স্থায়িত্বের কারণে অর্থনৈতিক বিচারে গ্রামগুলোতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা বজায় থাকতো। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম গুলোতে পারস্পরিক প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব হতো, ফলে প্রাচীন ভারতে গ্রামগুলোতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা দেখা যেত।

(iii) দৃঢ় পারস্পরিক বন্ধন —

অধ্যাপক দুবের মতে যজমানী ব্যবস্থায় Kamin যেমন তার Jajman কে পরিত্যাগ করতে পারতো না, অনুরূপভাবে Jajman ও তার Kamin কে ছাড়িয়ে নতুন Kamin নিয়োগ করতে পারতো না। এদের মধ্যে দৃঢ় দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠে।

অধ্যাপক দুবে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'It is not easy for an agriculturist to remove a family attached to his household and secure the services of another'.

(iv) দ্রব্যসামগ্রীতে অর্থনৈতিক লেনদেন :→ জজমানি ব্যবস্থায় পারিশ্রমিক আর্থিক ভাবে দ্রব্য সামগ্রিতে দেওয়া হত। এই ব্যবস্থায় পরিষেবা প্রদানকারীকে পারিশ্রমিক নগদ টাকায় দেওয়া হত না। দেওয়া হত দ্রব্য সামগ্রিতে।

(v) বংশানুক্রমিক পারিবারিক সম্পর্ক :→ জজমানি ব্যবস্থায় জজমান ও কামিনদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বংশানুক্রমিক পারিবারিক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সম্পর্ক বংশানুক্রমিক পারিবারিক হওয়ায় স্বভাবতই এই সম্পর্ক ছিল ব্যক্তি গত ও আন্তরিক।

(vii) অনুমতি মূলক স্বত্বের অধিকার :→ S. N Rode-র মতে জজমানি স্বত্বের অধিকার মূলত অনুমতি মূলক অধিকার হিসেবে পরিগণিত হয়। এই অধিকার স্বত্বের পর পুত্রের উপর বর্তায়

(viii) একাধিক পরিবারে সম্পর্ক স্থাপন :→ জজমানি ব্যবস্থায় একজন কামীন একাধিক জজমান পরিবারের সাথে এবং একাধিক গ্রামের কাজ করতে পারত। কোন একজন কামিন শুধু মাত্র একটি গ্রামেই কিংবা কোন একটি জজমান পরিবারের কাজ করবে, ব্যপারটি সবক্ষেত্রে সেরকম ছিল না।

(ix) সৌহার্দ্য পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক :→ জজমানি ব্যবস্থায় জজমান ও কামিনের সম্পর্ক মালিক শ্রেণীর সম্পর্ক নয়"। এই সম্পর্ক নিয়োগ কারী ও কর্মচারীর সম্পর্ক নয়। কামীনরা জজমানদের পরিষেবা প্রদান করে আবার জজমানরা কামীনদের অভাব অনটনে তাদের পাশে থাকে। অর্থাৎ জজমান ও কামীনদের মধ্যে এক সৌহার্দ্য পূর্ণ পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়।

(x) শান্তি ও নিরাপত্তা বোধ :→ জজমানি ব্যবস্থায় গ্রাম ও গ্রামের অধিবাসীদের শান্তি ও সন্তুষ্টি সুনিশ্চিত ছিল। জজমানি ব্যবস্থায় কামিনদের মধ্যে এক নিরাপত্তা বোধ পরিলক্ষিত হয়। কারন জীবিকার জন্য কামীনদের মধ্যে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না।

জজমানি ব্যবস্থার কার্যাবলী :→ জজমানি ব্যবস্থায় বিভিন্ন নিদৃষ্ট কার্যাবলী সম্পন্ন হতে দেখা যায়। যেমন

i) আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :→ জজমানি ব্যবস্থায় বিভিন্ন জাতিগুলো পরিবার গুলো। উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময়ের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আদর্শ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতীয় গ্রামীন ব্যবস্থায় এটি একটি উল্লেখ যোগ্য দিক ছিল।

Scanned with CamScanner

2) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান :→ যজমানি ব্যবস্থা বিভিন্ন জাতিভুক্ত পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করত। এখানে বংশগত ভাবে বিভিন্ন জাতীয় পেশা নির্ধারিত থাকার ফলে পেশাগত ক্ষেত্রে নিরাপত্তা গড়ে ওঠে।

3) আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন :→ এছাড়া এই ব্যবস্থা গ্রামীন জীবনে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করত। অর্থনৈতিক সম্পর্কের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতি গুলোর মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হত। সাধারণভাবে যজমান পরিবার কামিন পরিবার আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

4) সহযোগিতা মূলক পরিবেশ সৃষ্টি :→ যজমানি ব্যবস্থা গ্রামীন জীবনে সহযোগিতা মূলক পরিবেশ গড়ে তোলে এখানে যজমান ও কামিন পরিবার গুলোর মধ্যে এক পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক আদান প্রদান ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়।

5) শ্রমবিভাজন ও বিশেষীকরণ :→ যজমানি ব্যবস্থায় এক সু-সংগঠিত শ্রমবিভাজন ও শ্রমের বিশেষীকরণ গড়ে ওঠে, এই ব্যবস্থার দ্বারা বিভিন্ন পরিবার গুলো বৃত্তিগত ক্ষেত্রে দক্ষতা ও নিপুণতা অর্জন করে। যখন মুদ্রার প্রচলন হয়নি, সেই সময়কালে পরস্পর নির্ভরশীল জাতি-ভুক্ত পরিবার গুলোর কাছে এই ব্যবস্থাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

মন্তব্য :→ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যজমানি ব্যবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় উচ্চ-জাতি পরিবারের সাথে ভূমিহীন পরিবার সমূহের এক স্থায়ী সম্পর্ক পরিচালিত হত। অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংহের মতে যজমানি ব্যবস্থা হল নানা গোষ্ঠী সমূহের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক, ভারতীয় জাতি ব্যবস্থার এই ব্যবস্থা গভীর ভাবে সম্পর্ক যুক্ত।

Q) Discuss the changing tenancy relation in West Bengal ?

→ ব্রিটিশ আমলে জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে প্রজা কৃষক [Tenant] প্রজা কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। জমি ইজারা দেওয়ার অধিকারের স্বীকৃতির ফলে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। নিরুবিদের প্রজা কৃষক শ্রেণীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করা হত ~~অধিকারের খর্বতির ফলে এই শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল~~ সাধারণ ভাবে বলা হয়, A tenet is one who cultivates the land on certain conditions.

গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশের কাছে রোজগারের একমাত্র উপায় হল কৃষি কাজ. কিন্তু গ্রামের অনেকের নিজের জমি থাকে না, যেখানে তারা চাষবাস করতে পারে। বাস্তবে কৃষক তখন যা করে তা হল অন্য কারো কাছ থেকে জমি চাষ করার অধিকার অর্জন করতে পারে এর বিনিময়ে প্রজা কৃষক জমির মালিককে টাকা পয়সা দিত্তর। উৎপন্ন শস্যের ভাগ বা ব্যক্তিগত সেবা অথবা উভয়ই প্রদান করতে পারে। এই ধরনের প্রজা কৃষককে tenant বলা হয়।

জমির মালিক ও Tenant এর মধ্যে সম্পর্ক:→ সাধারণভাবে জমির মালিক ও Tenant এর মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে প্রজা স্বত্ব বা Tenancy ~~রিলেশ~~ Relation গড়ে উঠেছে যেমন —

(i) আবেকী ব্যবস্থায় জমির মালিক ও জমিদারের মধ্যে উৎপাদিত শস্য ভাগ জমী হত তাদের আইনের ভিত্তিতে। অর্থাৎ উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক ভাগ থেকে জমিদার এবং অপর অর্ধেক পেত জমির মালিক।

তবে ও জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে অনুপাত অনুপাত 50 এর পাশাপাশি আরো অনেক ধরনের অনুপাত দেখা যায়।

(ii) এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে জমি লিজ দেওয়ার ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমি লিজ দেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে বৃহৎ জমির অধিকারী Tenant দের লিজ প্রদান করে থাকে। নির্দিষ্ট শর্তের বিনিময়ে এই ধরনের লিজ প্রদান করা হয়।

(iii) আবার এখানে Share-cash tenant রয়েছে। এই ব্যবস্থার প্রজা কৃষকেরা আংশিক টাকা এবং আংশিক শস্য কর হিসেবে জমির মালিককে প্রদান করে থাকে।

(iv) এইখানে আবার আরেক ধরনের tenancy চালু রয়েছে, যা crop-share ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় tenant উৎপাদিত শস্যের একটা অংশ কর হিসেবে জমির মালিককে প্রদান করে।

পশ্চিমবঙ্গে Tenancy-Relation-এর পরিবর্তন :→ পশ্চিমবঙ্গে Tenancy-Relation-এর মধ্যে নানা পরিবর্তন দেখা যায়। বিভিন্ন কারণে এই পরিবর্তন ঘটেছে। যেমন,—

(i) পশ্চিমবঙ্গে অপারেশন (Operation) বর্গা চালু হওয়ার পর থেকে জমির মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। Operation বর্গার মাধ্যমে ভাগচাষীর নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর থেকে Tenant কৃষিক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করেছে। তাকে অনেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন বলে মনে করেন।

(ii) আবেকী ব্যবস্থায় ব্যয়ের ব্যাপারে জমির মালিক ও জমিদারের মধ্যে যুক্ত যা ছিল তা ছিল সোজা ও সরল। জমি দেবে মালিক এবং শ্রম দেবে জমিদার। কারণ তখন সেই সময় কৃষিতে উৎপাদনের জন্য প্রায়ই কিছুই লাগত না।

কিন্তু বর্তমানে সবুজ বিপ্লবের পর থেকে কৃষিতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। সেই জন্য এখন ব্যয়ের ব্যাপারে জমিদারকেও কিছুটা শেয়ার করতে হয়।

(iii) পশ্চিমবঙ্গে জমির মালিক ও Tenant দের মধ্যে যে ধার-দেনার সম্পর্ক ছিল তার ও পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে পারস্পরিক নির্ভরশীলতায়

Scanned with CamScanner

বর্তমানে আধিয়ার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ধার-দেনায় সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আনানো হয়েছে।

(iv) এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার ~~পরিবর্তন~~ পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ভূমিসংস্কারের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে. পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা ছাড়া এমন ব্যাপক ভূমিসংস্কার অন্য কোন রাজ্যে হয়নি। ভূমি সংস্কার আইনের মাধ্যমে। কৃষিতে উদবৃত্ত জমি খাস ঘোষণা করা হয়েছে। এবং এই উদবৃত্ত জমি গরীব কৃষক প্রজাদের মধ্যে বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে কৃষিতে প্রজা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। এবং জমির মালিকের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কেও পরিবর্তন হয়েছে।

(v) পশ্চিমবঙ্গে আবার পঞ্চায়েতি রাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর ফলে গ্রামের নিম্নস্তর পর্যন্ত ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে। নানা ধরনের আইনের মাধ্যমে প্রজা কৃষকদের নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এর ফলে গ্রামে গরীব চাষীদের মধ্যে সুযোগ সুবিধা ~~পাবার~~ পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

উপসংহার :→ উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় জমির মালিক ও Tenant দের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীন জীবনে এই পারস্পরিক সম্পর্কই অনেক সময় কৃষি পণ্য উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। তাই গ্রামীন সমাজকে বোঝার জন্য এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ধারণা থাকা দরকার.

Scanned with CamScanner

Q) Write a note on Operation Barga?

Imp

→ 1977 সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়। এই সরকার যে শুধু আদর্শগত দিক থেকে পূর্ববর্তী সরকার থেকে আলাদা ছিল তা নয়, এর কর্মসূচিও পূর্ববর্তী সরকার থেকে আলাদা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে দৃষ্টিভঙ্গি যে পূর্ববর্তী সরকার থেকে আলাদা হবে তা সহজে অনুমেয়। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্ট সরকার তাই কাঠামোগত পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। কাঠামোগত পরিবর্তন বলতে ভূমি বন্টন, রায়তী স্বত্ব রক্ষা এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ বোঝায়।

কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'Operation Barga'। যদিও বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বর্গাদারের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল; কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের হাতে এ Operation Barga সম্পূর্ণ রূপ লাভ করে।

Operation Barga হল এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করা হয়। এই নাম নথিভুক্ত করার ব্যাপারে কৃষক সংগঠন গুলো যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার Operation Barga-র পর্যায়কে ৫ ভাগে বিভক্ত করে। যেমন —,

(i) কৃষক সংগঠন গুলোর মারফত অগ্রাধিকার অঞ্চল স্থির করা। অর্থাৎ রাজনৈতিক দল গুলোর নেতৃত্বে গঠিত কৃষক সংগঠন গুলোর সুপারিশে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্গাদারের প্রধান এলাকা চিহ্নিত করা।

(ii) কর্মসূচি গঠন করা এবং যে কর্মসূচি-এর মধ্যে ভূ-বন্টন এবং ভূ-নিয়ন্ত্রণের বিভাগে কর্মীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

(iii) সরকারী কর্মচারী ও বর্গাদারদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে সান্ধ্য বৈঠক করা,

(iv) সাথে সাথে সরেজমিনে তদন্ত করা।

(v) ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করা।

1978 সালে জুলাই মাসে একদিকে যখন এই ব্যবস্থাগুলো ভাগচাষীদের স্বার্থে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কিন্তু জমির মালিকেরা নিশ্চুপ দর্শক হয়ে বসেছিল না। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে জমির মালিকেরা হাই-কোর্টে আবেদন করে। ফলে ভাগচাষীদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই এই জটিলতা দূর হয়েছিল।

Scanned with CamScanner